মহেশপুরে জামায়াত ও বিএনপির কর্মীদের সংঘর্ষে ৬ জন আহত

ঝিনাইদহের মহেশপুরে বিএনপি ও জামায়াতের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ৬ জন আহত হয়েছে। গতকাল বুধবার রাতে মহেশপুর উপজেলার শ্যামকুড় মাদ্রাসা মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, বুধবার মহেশপুরের ভৈরবা বাজারে বিএনপি’র প্রতিবাদ সমাবেশ শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে শ্যামকুড় বাজার মাদ্রাসা মোড় এলাকায় পৌঁছালে জামায়াত কর্মীদের সঙ্গে বিএনপির সমর্থকদের কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে তারা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে শ্যামকুড় গ্রামের দেলোয়ার হোসেনের ছেলে জামায়াত কর্মী আব্দুল মুন্না, আবুল কাসেম ও শ্যামপুর নিন্দা পাড়ার মৃত গোলাম নবীর ছেলে বিএনপির সমর্থক শরিফুল ইসলাম গুরুতর আহত হয়। সেখান থেকে তাদেরকে উদ্ধার করে মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ ভর্তি করা হয়েছে।

মহেশপুর থানার ওসি ফয়েজ উদ্দিন বলেন, গতকাল একটি মারামারির ঘটনা ঘটেছিলো। এখন পর্যন্ত কেউ কোন অভিযোগ দেয়নি। উভয় পক্ষ বিষয়টি সমাধান করার চেষ্টা করছে।

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় দু’পক্ষের সংঘর্ষে ২০ জন আহত

ঝিনাইদহের শৈলকপায় পাওনা টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ২০ জন আহত হয়েছে।

বুধবার সকালে শৈলকুপা উপজেলার উমেদপুর ইউনিয়নের বারইপাড়া গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, বারইপাড়া গ্রামের মন্টু মোল্লা একই গ্রামের

লিখন হোসেনের কাছে জমিতে হালচাষ করা বাবদ এক হাজার টাকা পেত। মঙ্গলবার রাতে সেই টাকা চাওয়া নিয়ে দু’জনের মাঝে বাক-বিতন্ডা হয়। তারই জের ধরে বুধবার সকালে দু’পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে দু’পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হয়।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। আহতদের উদ্ধার করে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে স্বপন বিশ্বাস নামের একজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ফরিদপুর মেডিকেলে রেফার্ড করা হয়েছে।

শৈলকুপা থানার ওসি মাসুম খান জানান, দু’দলের সংঘর্ষে কয়েকজন আহত হয়েছে। সেখানে পুলিশ পাঠিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করেছি। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

মসজিদ থেকে জুতা চুরি নিয়ে দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, আহত ১০

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় মসজিদ থেকে জুতা চুরিকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছে।

গতকাল বুধবার (৫ মার্চ) রাত ১০ টার দিকে উপজেলার গোকুলনগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহতদের উদ্ধার করে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে এক ব্যক্তির অবস্থা সংকটাপন্ন হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে আহতদের নাম পরিচয় জানা যায়নি।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, দীর্ঘদিন ধরে দিগনগর ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মালেক ও ইউপি সদস্য মতিয়ার রহমানের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিলো। বুধবার রাতে আব্দুল মালেকের এক সমর্থকের জুতা চুরি হয়। এ নিয়ে তাদের মধ্যে বাক-বিতন্ডা হয়। পরে দুই গ্রুপের লোকজন দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে

পড়ে। এতে অন্তত ১০ জন আহত হয়।

এ ব্যাপারে শৈলকুপা থানার পরিদর্শক(তদন্ত) শাকিল আহমেদ বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

বিএনপির দুই পক্ষের ৫ কর্মী আহত

মেহেরপুরের মুজিবনগরে রাজনৈতিক কথাকাটাকাটিকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুই গ্রুপের সৃষ্ঠ সংঘর্ষে পাঁচ জন গুরুতর আহত হয়েছেন।

আহতরা হলেন, মুজিবনগরের রতনপুর গ্রামের হাসমত খাঁ’র ছেলে মো: জসিম উদ্দীন (৪০), আরোজ আলীর ছেলে শেরেগুল ইসলাম (৪২), মতেহার আলীর ছেলে জাহান আলী (৪৩) ও আসমত আলীর ছেলে আব্দুর রশিদ ও হোটেল মালিক জানসুরাত (৫০)।

গতকাল রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার কেদারাগঞ্জ বাজার সংলগ্ন মায়ের দোয়া হোটেলের সামনে এই ঘটনা ঘটে।

আহতদের মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসাপতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের আঘাত রয়েছে।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ত্যক্ষদর্শিরা জানান, কেদারাগঞ্জ বাজার সংলগ্ন মায়ের দোয়া হোটেলের সামনে জসিম উদ্দীন, শেরেগুল ইসলাম, আব্দুর রশিদ ও জাহান আলী অপরপক্ষে মোঃ ইয়াসিন (৪০ বোরহান (৪২), সাগর (২২) আশিক(৩০), দিদার (৩৫) ও সহোদর ভাই রুবেল এবং ছগির হোসেনের মধ্যে এলাকায় অধিপত্য বিস্তার নিয়ে বাকবিতন্ডা হয়। বাকবিতন্ডার এক পর্যায়ে উভয় পক্ষে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। হোটেল মালিক জানসুরাতকে মারধর করে এই

ঘটনার জের ধরে দ্বিতীয় দফায় লাঠিশোঠা ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে উভয়পক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সংঘর্ষ চলাকালিন সময়ে পাঁচজন আহত হন।

মুজিবনগর থানার ওসি মিজানুর রহমান জানান, বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। সংঘাত এড়াতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তবে, এখন পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। বর্তমানে উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

এবার বিয়াই বাড়ির হামলায় আহত বিয়াইনের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামে দুটি পরিবারের মধ্যে সৃষ্ঠ সংঘর্ষে আহত মাহফুজা খাতুন (৫৮) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।

গকতাল শনিবার (১ মার্চ) দিবাগত রাত ৯ টার দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।
নিহত মাহফুজা খাতুন গাংনী উপজেলা বেতবাড়িয়া গ্রামের দিনমজুর আব্দুর রশিদের স্ত্রী।

গত বৃহস্পতিবার (২৭ ফেব্রæয়ারি) সন্ধ্যার দিকে মাহফুজা খাতুন ও তার স্বামী আব্দুর রশিদ ও ছেলে সোহেল রানাকে বিয়াই বাড়ির লোকজন ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করেছিল।

আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে মাহফুজা খাতুনের অবস্থার অবনতি হলে সেখান থেকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন চিকিৎসক। দুইদিন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

নিহতের ছেলে রাসেল আহমেদ এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, এ ঘটনায় আমি এখন মামলা করার জন্য গাংনী থানায় রয়েছি।
রাসেল আহমেদ জানান, আমার বড় ভাই সোহেল রানার সাথে প্রায় আড়াই বছর আগে একই গ্রামের শওকত আলীর মেয়ে পিংকির বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর

থেকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা হচ্ছিলনা। কয়েক দিন আগে আমার ভাই সোহেল রানা ও ভাবি পিংকির মাঝে মনোমালিন্য হয়। আমাদের বাড়ি এসে ঘটনাটি পিংকির চাচী দুলাল হোসেনের স্ত্রী রেবেকা খাতুন শোনেন। পরে তাঁদের পরিবারের মাঝে সত্য মিথ্যা বলে উস্কে দেন। পরে পিংকির পিতার পরিবারের লোকজন গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে আমাদের বাড়ির উপর এসে ধারালো অস্ত্র ও লাঠিশোঠা নিয়ে হামলা করে। এতে আমার আব্দুর রশিদ মা মাহফুজা খাতুন, ও ভাই সোহেল রানা জখম হন। পরে তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিই।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, এঘটনায় নিহতের ছেলে রাসেল আহমেদ বাদী হয়ে একটি লিখিত এজাহার দিয়েছেন। মামলা রুজ্জু প্রক্রিয়াধীন রয়েছেন।

গাংনীতে হত্যার ঘটনায় গ্রেপ্তার-১

মেহেরপুর জেলার গাংনীতে তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে হৃদয় হোসেন (২৪) নামে এক ব্যক্তি নিহত হওয়ার পর, স্থানীয় পুলিশ সাবেক ইউপি সদস্য সাইদুর রহমান মিলন (৪৫)-কে গ্রেপ্তার করেছে। আজ বুধবার বিকেলে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সাইদুর রহমান মিলন গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের আব্দুর রহমান ওরফে ফুলচাঁদ মাস্টারের ছোট ছেলে।

জানা গেছে, আজ দুপুরে চরগোয়াল গ্রামের গোরস্থানের প্রবেশ গেট ট্রাক্টরের ধাক্কায় ভেঙে যাওয়াকে কেন্দ্র করে দু-পক্ষের মধ্যে বিরোধ তৈরি হয়। এ বিরোধের জেরে রামনগর বাজারে চরগোয়াল গ্রামের শাহাদত হোসেনের ছেলে হৃদয় হোসেনকে হাতুড়ি দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়। স্থানীয় মোটরসাইকেল মেকার জান্নাতের সঙ্গে হৃদয়কে হত্যার কাজে সাইদুর রহমান মিলনও তার লোকজনকে সহযোগিতা করে।

আহত হৃদয় হোসেনকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে বামন্দির সেন্ট্রাল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

হৃদয়ের মৃত্যু ঘটানোর পর বিক্ষুব্ধ জনতা জান্নাতের মোটরসাইকেল মেকারের ওয়ার্কশপে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

গাংনী থানার ওসি বাণী ইসরাইল বলেন, “জান্নাতের সহযোগী সাইদুর রহমান মিলনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যান্যদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।”

উল্লেখ্যঃ জান্নাতের বিরুদ্ধে একটি অপহরণ মামলা রয়েছে যা আদালতে বিচারাধীন। ২০১৭ সালের ১৭ ডিসেম্বর, দেশীয় তৈরি পিস্তল ও তিন রাউন্ড গুলি সহ সাইদুর রহমান মিলনকে পুলিশ আটক করেছিল এবং অস্ত্র আইনের মামলায় তাকে দশ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল। এরপর ২০২১ সালের ৩ মার্চ আবার ইয়াবাসহ সাইদুর রহমান মিলনকে আটক করা হয়।

এছাড়াও, সাইদুর রহমান মিলন ২০১৭ সালে বিএনপি থেকে আওয়ামী লীগে যোগদান করেছিলেন এবং ইউপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

মেহেরপুরে তুচ্ছ ঘটনায় দু’গ্রামবাসীর সংঘর্ষে যুবক নিহত

তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে হৃদয় হোসেন
(২২) নামের এক যুবক নিহত হয়েছে। পুড়ে গেছে একটি মোটরসাইকেল ওয়ার্কসপ। সেখানে থাকা কয়েকটি মোটরসাইকেল ভষ্মিভুত হয়েছে। এঘটনায় পুলিশের অবেহলাকে দায়ী করছেন এলাকাবাসী।

আজ বুধবার সকাল ১১ টার দিকে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। নিহত হৃদয় হোসেন একই উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের সাহাদত আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, রামনগর গ্রামের মিরা ইসলাম একটি নতুন ট্রাক্টর কিনেছেন। তার ছেলে ট্রাকটর নিয়ে চরগোয়াল গ্রামে যায়। এসময় ট্রাক্টরের ধাক্কায় চরগোয়াল গ্রামের একটি ঈদগাহের গেট ভেঙ্গে

যায়। ঈদগাহের গেট ভেঙে যাওয়ায় ওই গ্রামের লোকজন ট্রাক্টরের চাবি নিয়ে নেয়। এসময় রামনগর গ্রামের জান্নাত মোটররসাইকেল ওয়ার্কসপে বসে বিষয়টি মিমাংসা করার চেষ্টা করে। এসময় উভয় পক্ষের মধ্যে তর্কবিতর্কের এক পযার্য়ে তুমুল সংঘর্ষ বেঁধে যায়। এতে হৃদয় হোসেন মাথায় লাঠির আঘাত লাগলে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তাকে উদ্ধার করে বামন্দিতে একটি বেসরকারি ক্লিনিকে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এদিকে, হৃদয় হোসেনের মৃত্যুর খবর চরগোয়াল গ্রামে পৌছালে বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসী রামনগরের গিয়ে জান্নাতের মোটরসাইকেল ওয়ার্কসপে ভাংচুর, লটুপাট ও অগ্নিসংযোগ করেন। এতে কয়েকটি মোটরসাইকেলসহ পুরো দো্কান পুড়ে ভষ্মিভুত হয়।

তবে চরগোয়াল গ্রামের জাহিদুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি অভিযোগ করে বলেন, জান্নাতের ওয়ার্কসপে বসে মিমাংসার কথাবার্তা হচ্ছিল। এসময় জান্নাত বলে আমার দোকানে কি বলে হাতুড়ি দিয়ে এলোপাতাড়ি মারপিট শুরু করে। তার হাতুড়ির আঘাতে হৃদয়ের মৃত্যু হয়েছে।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, ঘটনার শুরুতে খায়রুল নামের এক দারোগাকে ফোন করি। তিনি আসছি আসছি বলে না আসায় এ ঘটনা ঘটেছে। তিনি আসলে হয়তো বড় ধরণের ঘটনা ঘটতো না।

খবর পেয়ে মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল করিম, গাংনী থানার ওসি বানি ইসরাইলের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। বর্তমানে এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে।

গাংনী থানার ওসি বানি ইসরাইল বলেন, ঘটনাস্থলে আছি। তদন্ত চলছে।

ঝিনাইদহে বিএনপি ও আ.লীগ কর্মীদের সংঘর্ষে আহত ৩

ঝিনাইদহে ওয়াজ মাহফিলের কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সংঘর্ষে ৩ জন আহত হয়েছে। এ সময় বাড়িঘর ভাঙচুর

ও লুটপাট করা হয়।

সোমবার সকালে সদর উপজেলার সোনাইখালী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন বিএনপির কর্মী রজব আলী মণ্ডল, কুদ্দুস মণ্ডল ও কামিরুল মণ্ডল। তারা জেলা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

জানা যায়, নারায়ণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রামবাসীর উদ্যোগে ওয়াজ মাহফিল আয়েজনের প্রস্তুতি চলছে কয়েকদিন ধরে। এই ওয়াজ মাহফিলের সভাপতি হওয়ার জন্য স্থানীয় ইউপি সদস্য ও আওয়ামী লীগ নেতা মিন্টু খাঁ চেষ্টা করে। এতে স্থানীয় বিএনপির নেতার্মীরা হস্তক্ষেপ করে। তারা মসজিদেও ইমামকে সভাপিত বানাতে চায়। এরই জেরে সোমবার সকালে উভয়পক্ষ দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় ওয়ার্ড বিএনপি নেতা আব্দুর রশিদ জানান, সোমবার সকালে সুরাট ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি কবির হোসেন জোর্য়াদ্দার ও ইউপি সদস্য মিন্টু খাঁর নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী সোনাইখালী গ্রামের বিএনপি কর্মী রজব আলী মণ্ডলসহ তিনজনকে কুপিয়ে জখম করে। সেসময় তাদের বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাট করে নিয়ে যায়। অভিযোগের বিষয়ে জানতে সুরাট ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি কবির হোসেন জোয়াদ্দারের মোবাইলে কল করলে সেটি বন্ধ পাওয়া যায়।

তবে ইউপি সদস্য মিন্টু খাঁ দাবি করেন, আমাকে নিয়ে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন কালের কণ্ঠকে বলেন, ওই গ্রামে হামলার ঘটনা শুনেছি। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঝিনাইদহে আধিপত্য নিয়ে সংঘর্ষে আহত ৫

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ফুরসন্দি ইউনিয়নের সোনাতনপুর গ্রামে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের হামলায় অন্তত আহত হয়েছে ৫ জন।

সোমবার (২০ জানুয়ারি) সকালে সদর উপজেলার সোনাতনপুর গ্রামে এ হামলার ঘটনা ঘটে। সেসময় ভাংচুর করা হয়েছে বেশ কয়েকটি বাড়ি-ঘর।

স্থানীয়রা জানায়, এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সোনাতনপুর গ্রামের ফুয়াদ বিশ্বাস ও রানা মেম্বরের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিলো। এনিয়ে গত শনিবার উভয় পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এরই জের ধরে সোমবার সকালে ফুয়াদ বিশ্বাসের লোকজন রানা মেম্বরের সমর্থকদের উপর হামলা করে। এতে রানা মেম্বরের ০৫ জন সমর্থক আহত হয়। সেসময় ভাংচুর করা হয় বেশ কয়েকটি বাড়ি-ঘর।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ঘটনার পর এলাকায় টান টান উত্তেজনা বিরাজ করছে। ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছি। এলাকায় বর্তমানে উত্তেজনা বিরাজ করছে। আবারও সংঘর্ষের আশংকায় এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে দু’পক্ষের সংঘর্ষে আহত ১০

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ফুরসন্দি ইউনিয়নের সোনাতনপুর গ্রামে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত আহত হয়েছে ১০ জন।

শনিবার সকালে সদর উপজেলার সোনাতনপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। সেসময় ভাংচুর করা হয়েছে বেশ কয়েকটি বাড়িঘর।

স্থানীয়রা জানায়, এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ওই গ্রামের ফুয়াদ বিশ্বাস ও রানা মেম্বরের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিলো। শনিবার সকালে ফুয়াদ বিশ্বাসের সমর্থক খেজমত আলী ও তার ছেলে নবাবকে গ্রামের মাঠে মারধর করে রাজা বিশ্বাসের লোকজন। এরই জের ধরে উভয় পক্ষের সমর্থকরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পরে। এতে অন্তত ১০ জন আহত হয়। ভাংচুর করা হয় বেশ কয়েকটি বাড়িঘর।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। সংঘর্ষের আশংকায় এলাকাতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়ে আহতদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালসহ স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এলাকায় বর্তমানে উত্তেজনা বিরাজ করছে। আবারো সংঘর্ষের আশংকায় এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।